ইউনিট ৭

ফার্মের কাম্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ

Optimal Decision Making by Firms

ভূমিকা

অনেকে মনে করে থাকেন ফার্ম এবং শিল্প একই কথা। কিন্তু অর্থনীতিতে দুটি ভিন্ন বিষয়। যদি একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্বয়ংসম্পুর্ন একাধিক প্লান্ট থাকে তবে তাদের সমষ্টিকে ফার্ম বলে । অন্যদিকে একই দ্রব্য বা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। আবার বিভিন্ন বাজার কাঠামোতে ফার্মের রূপ ও আচরণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৭.১ : ফার্ম ও শিল্প

পাঠ ৭.২ : প্রতিযোগী ফার্মের উৎপাদন সিদ্ধান্ত

পাঠ ৭.৩ : একচেটিয়া ফার্ম এবং উৎপাদন সিদ্ধান্ত

পাঠ ৭.১ ফার্ম ও শিল্প
Firm and Industry

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ফার্ম ও শিল্পের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ফার্ম ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন;
- ফার্ম ও শিল্পের পার্থক্য করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ফার্ম ও শিল্প

Firm and Industry

ফার্ম ও শিল্প শব্দ দুটি অনেকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকতে পারেন। কিন্তু শব্দ দুটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এই পাঠে আমরা ফার্ম ও শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

ফার্ম

একটি দ্রব্য উৎপাদনে কতগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ একক থাকে। উৎপাদনের এসব স্বয়ংসম্পূর্ণ একককে প্লান্ট বলে। আর যদি একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্বয়ংসম্পূর্ণ একাধিক প্লান্ট থাকে তবে তাদের সমষ্টিকে ফার্ম বলে। ফার্ম হলো শিল্পের একটি একক। যেমন: ইউএমসি জুট মিল একটি ফার্ম, আর এর অধীনে একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রত্যেকটি ইউনিট হলো একেকটি প্লান্ট।

ফার্মের বৈশিষ্ট্য

ফার্মের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

১. ফার্ম কেবল একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করে;
২. ফার্ম একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত;
৩. ফার্ম সীমিত পরিসরের হয়ে থাকে;
৪. ফার্ম কতগুলো প্লান্টের সমষ্টি, যেগুলো মূলত একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে থাকে;
৫. ফার্ম ব্যক্তি মালিকানার বা অংশীদারি মালিকানার হতে পারে;
৬. শিল্প কর্তৃক উৎপাদন নীতি মেনে নিয়ে ফার্ম তার উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে;
৭. ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা একক ভাবে বিশ্লেষন করা যায়;
৮. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকেনা; ইত্যদি।

শিল্প

একই দ্রব্য বা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। পূর্বের উদাহরনে ইউএমসি জুট মিলকে একটি ফার্ম বলা হয়েছে। আর শিল্পের ক্ষেত্রে দেশের সকল জুট মিলকে একসাথে পাট শিল্প বলা হবে। অর্থাৎ শিল্প হলো একটি দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্মের সমষ্টি।

শিল্পের বৈশিষ্ট্য

১. শিল্প একই দ্রব্য উৎপাদনকারী সকল ফার্মের সমষ্টি;
২. শিল্পের পরিধি ব্যাপক আকৃতির;
৩. শিল্পের অধীনস্থ ফার্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়;
৪. শিল্প চাহিদা ও যোগানের সমন্বয়ে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে;
৫. শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ ফার্মের চেয়ে বেশি;
৬. শিল্পের উৎপাদন নীতি বৃহৎ পরিসরে বিশ্লেষণ করা হয়;
৭. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্প স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে;

ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য

শিল্প ও ফার্মের মধ্যে কতগুলো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে:

পার্থক্যের বিষয়	শিল্প	ফার্ম
১. সংজ্ঞাগত	একই দ্রব্য বা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে।	একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্বয়ংসম্পুর্ণ একাধিক প্লান্ট থাকে তবে তাদের সমষ্টিকে ফার্ম বলে।
২. আওতা ও পরিধি	শিল্পের পরিধি ব্যপক আকৃতির।	ফার্মের পরিধি ক্ষুদ্র আকৃতির।
৩. বাজার ভিত্তিক	পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্খক্য বিদ্যমান।	একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্খক্য নেই।
৪. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা রেখা	পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের চাহিদা রেখা ডান দিকে নিম্নগামী।	পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।
৫. মূল্য নির্ধারণ	দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে শিল্প সরাসরি ভূমিকা রাখে।	দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে ফার্ম একক ভাবে কাজ করতে পারেনা।
৬. মুনাফা অর্জন	পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্প স্বল্পকালে সর্বদাই স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে থাকে।	পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্ম স্বল্পকালে স্বাভাবিক মুনাফা, অস্বাভাবিক মুনাফা ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
৭. ভারসাম্য ব্যাখ্যা	শিল্পের ভারসাম্য বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।	ফার্মের ভারসাম্য এককভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

সারসংক্ষেপ

- উৎপাদনের এসব স্বয়ংসম্পূর্ণ একককে প্লান্ট বলে;
- যদি একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্বয়ংসম্পুর্ন একাধিক প্লান্ট থাকে তবে তাদের সমষ্টিকে ফার্ম বলে;
- একই দ্রব্য বা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে।

পাঠ ৭.২ প্রতিযোগী ফার্মের উৎপাদন সিদ্ধান্ত
Production Decision of Competitive Firm

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের স্বল্পকালীন ভারসাম্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগী ফার্ম
(Perfectly Competitive Firm and Industry in the Short Run & Long Run)

প্রতিযোগী ফার্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য ফার্মকে চারটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তার মধ্যে স্বল্পকালে দুটি এবং দীর্ঘকালে দুটি।

স্বল্পকালীন সিদ্ধান্ত : স্বল্পকাল হচ্ছে এমন একটি সময় কাঠামো, যেখানে প্রতিটির ফার্মের প্ল্যান্টের আকার (Plant size) প্রদত্ত এবং শিল্পে ফার্মের সংখ্যা স্থির। তবে কিছু জিনিস স্বল্পকালে পরিবর্তনীয়। ব্যাবসায়িক উত্থানপতন অথবা ঋতুগত পরিবর্তনের কারণে যদি ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম উঠানামা করে তাহলে ফার্ম যে দুটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেগুলো হচ্ছেঃ

১. প্ল্যান্টের উৎপাদন চালিয়ে যাবে অথবা বন্ধ করে দেবে।

২. যদি উৎপাদন চালিয়ে যায় তবে কতটুকু উৎপাদন করবে।

দীর্ঘকালীন সিদ্ধান্ত : দীর্ঘকাল হচ্ছে এমন একটি সময় কাঠামো, যেখানে প্রতিটি ফার্ম তার প্লান্টের আকার পরিবর্তন করতে পারে এবং শিল্প ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আবার, দীর্ঘকালে কোন ফার্ম প্রযুক্তিগত বাধারও পরিবর্তন আনতে পারে। যদি কোনো দ্রব্যের চাহিদা স্থায়ীভাবে পড়ে যায় অথবা প্রযুক্তিগত উন্নয়নে শিল্পের খরচ কমে যায় সেক্ষেত্রে ফার্মের সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে :

১. আকার বৃদ্ধি বা হ্রাস

২. ফার্মগুলোর শিল্পে অবস্থান অথবা প্রস্থান।

প্রতিযোগী শিল্প সম্পর্কে জানার আগে প্রতিটি ফার্মের স্বল্পকালীন সিদ্ধান্তগুলোর ওপর লক্ষ রাখতে হবে। এরপর আমরা দেখবো কীভাবে প্রতিটি ফার্মের স্বল্পকালীন সিদ্ধান্তগুলো এক হয়ে শিল্পের দাম, উৎপাদন এবং মুনাফা নির্ধারণ করে। তারপর দীর্ঘকালীন সিদ্ধান্তগুলো কীভাবে শিল্পের উৎপাদন, দাম ও মুনাফার উপর প্রভাব ফেলে তা জানবো।

স্বল্পকালে ফার্মের ভারসাম্য (Short Run Equilibrium of a Competitive Firm)

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা ও স্বাভাবিক মুনাফা পেয়ে থাকে। আবার লোকসানেরও সম্মুখীন হয়। যখন দ্রব্যের দাম ফার্মের গড় খরচের চেয়ে বেশি হয় ($P>AC$) তখন অতিরিক্ত মুনাফার সৃষ্টি হয়। যদি দাম গড় খরচের সমান হয় ($P=AC$) তাহলে ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। আবার যখন দাম গড় খরচের

কম থাকে (P<AC) তখন ফার্ম লোকসানের সম্মুখীন হয়। স্বল্পকালের এই তিনটি অবস্থা সম্পর্কে আমরা আরও বিস্তারিত জানব।

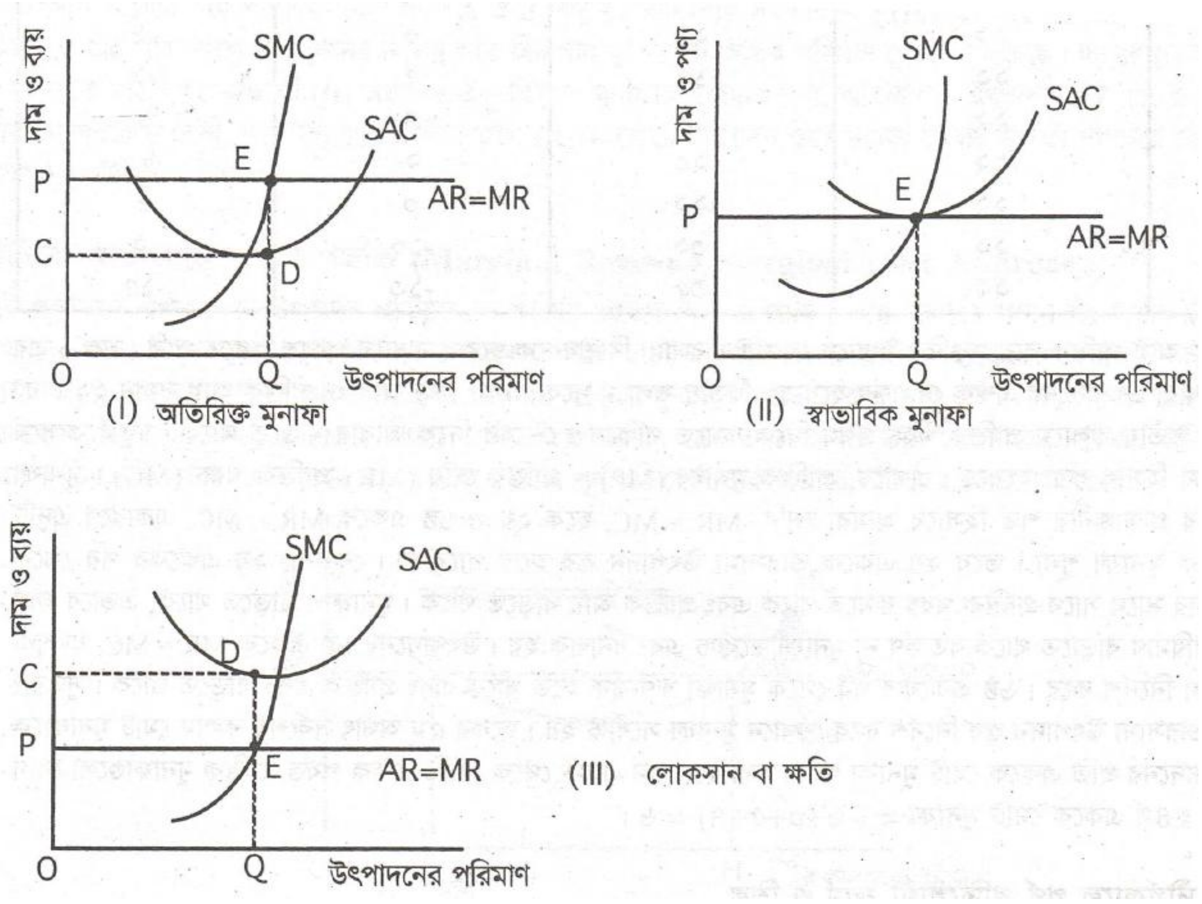

চিত্র ৭.২.১ : প্রতিযোগী ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

উপরের ৭.২.১ চিত্রের (i) অংশ ফর্মের ভারসাম্য বিন্দু E। এই E বিন্দুতে ফার্মটি OQ পরিমাণ উৎপাদন করে এবং তা OP দামে বিক্রি করে। OQ পরিমাণ উৎপাদনে মোট আয় OPEQ এবং মোট আয় OCDQ পরিমাণ। সুতরাং ফার্মটির অস্বাভাবিক, মুনাফার পরিমাণ মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্যের সমান। অর্থাৎ OPEQ - OCDQ = CPED হচ্ছে অস্বাভাবিক মুনাফা। স্বল্পকাল বলে এই অস্বাভাবিক মুনাফার আকর্ষণে কোনো নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করে না।

৭.২.১ চিত্রের (ii) অংশে ভারসাম্য বিন্দু E তে OP দামে OQ পরিমাণ উৎপাদনে মোট আয় OPEQ এবং মোট ব্যয় ও OPEQ পরিমাণ। এ অবস্থায় ফার্ম শুধু স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। কেননা এখানে মোট আয় ও মোট ব্যয় পরস্পর সমান। OQ পরিমাণ উৎপাদনে গড় মোট ব্যয় সর্বনিম্ন। এখানে মুনাফা বা লোকসান কোনটাই হয় না। তাই চিত্র ৫.৫ (ii) অংশে E বিন্দু হচ্ছে আয়-ব্যয় সমতার বিন্দু (Break-even point)। ৭.২.১ চিত্রের (iii) অংশে, E ভারসাম্য বিন্দু অনুযায়ী, মোট আয় OPEQ মোট ব্যয় OCDQ এর চেয়ে কম। এ কারণে ফার্মটি তখন CPED পরিমাণ ক্ষতি বহন করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, একটি ফার্ম স্বল্পকালে–

(i) অস্বাভাবিক মুনাফা বা অর্থনৈতিক মুনাফা পেয়ে থাকে তখনই, যখন P = SMC = MR = AR > SAC

(ii) স্বাভাবিক মুনাফা বা শূন্য অর্থনৈতিক মুনাফা পেয়ে থাকে, যখন P= SMC = MR = AR = SAC এবং

(iii) লোকসান বা ক্ষতি হয়ে থাকে, যখন P = SMC = MR = AR < SAC.

সারসংক্ষেপ

- স্বল্পকাল হচ্ছে এমন একটি সময় কাঠামো, যেখানে প্রতিটির ফার্মের প্ল্যান্টের আকার (Plant size) প্রদত্ত এবং শিল্পে ফার্মের সংখ্যা স্থির;
- দীর্ঘকাল হচ্ছে এমন একটি সময় কাঠামো, যেখানে প্রতিটি ফার্ম তার প্লান্টের আকার পরিবর্তন করতে পারে এবং শিল্প ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

পাঠ ৭.৩ একচেটিয়া ফার্ম ও উৎপাদন সিদ্ধান্ত
Monopoly Firm and Production Decision

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- একচেটিয়ার স্বল্পকালীন ভারসাম্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- একচেটিয়ার দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- একচেটিয়ার যোগান রেখা শনাক্ত করতে পারবেন।

প্রতিযোগী ফার্মের ন্যায় একচেটিয়া কারবারির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। পুর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্ম যেহেতু দামগ্রহীতা হিসেবে আচরণ করে সেহেতু নির্দিষ্ট দামে ফার্মটি কী পরিমাণ উৎপাদন করবে শুধুমাত্র সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু একচেটিয়া উৎপাদক বা বিক্রেতা দাম নির্ধারক হিসেবে আচরণ করে। তাই তাকে দ্রব্যের দাম ও উৎপাদন দুই ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একচেটিয়ায় মুনাফা সর্বোচ্চকরণে দাম-উৎপাদন সংমিশ্রণকে দুটো পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা যায়। তা হচ্ছে মোট আয় মোট ব্যয় পদ্ধতি অথবা প্রান্তিক আয়, প্রান্তিক ব্যয় পদ্ধতি।

মোট আয়, মোট ব্যয় পদ্ধতি (Total Revenue and Total Cost Approach)

ছক-১-এর মাধ্যমে আমরা কাল্পনিক চাহিদা (প্রতি এককে দাম ও উৎপাদন হার) আয়, ব্যয় ও মুনাফা দেখতে পাচ্ছি। ছকের ৩ ও ৫ নং কলাম দ্বারা যথাক্রমে মোট আয় ও মোট ব্যয় দেখানো হয়েছে। আবার এই দুটি কলামকে চিত্র ৬-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। একচেটিয়ার TR রেখা পূর্ণ প্রতিযোগিতার মতো সরল রৈখিক না হয়ে চিত্র ৬.৪ (i)-এর মতো হয়

(১) উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	(২) দাম (P)	(৩) মোট আয় (TR = P∞Q)	(৪) প্রান্তিক আয় MR =ΔTR ▪ ΔQ	(৫) মোট ব্যয় (TC)	(৬) প্রান্তিক ব্যয় (MC=ΔTC▪ΔQ)	(৭) মুনাফা (৮) (TR-TC)
০	৳ ২০	৳ ০		৳ ২০		-২০
১	১৮	১৮	৳ ১৮	২১	৳ ১	-৩
২	১৬	৩২	১৪	২৪	৩	+৮
৩	১৪	৪২	১০	৩০	৬	+১২
৪	১২	৪৮	৮	৪০	৮	+৮
৫	১০	৫০	৬	৫৫	১০	-৫
৬	৮	৪৮	২	৭৬	১৫	-২৮
			-২		২১	

সারণি ৭.৩.১ : একচেটিয়ার আয়, ব্যয় এবং মুনাফা

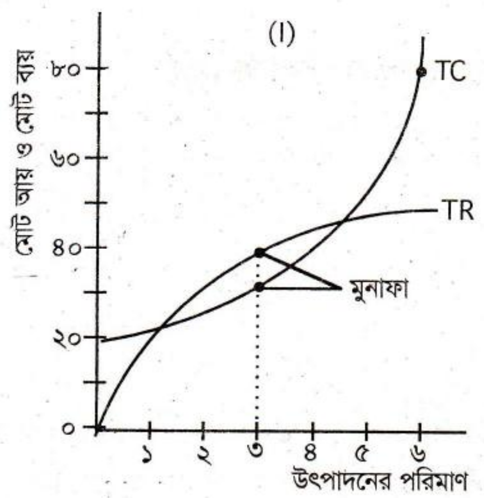

চিত্র ৭.৩.১: মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখা

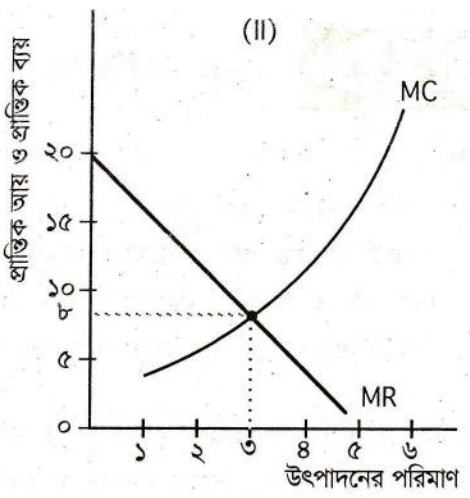

চিত্র ৭.৩.২ : প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা

সারণি ৭.৩.১ ও ৭.৩.১ চিত্রের (i) অংশে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে মোট আয় ও মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। একচেটিয়া বাজারে একটা পর্যায় পর্যন্ত মোট আয় বৃদ্ধি পায়। তারপর থেকে কমতে থাকে। এখানে সর্বোচ্চ মুনাফার পরিমাণ ৳১২, যা TR থেকে TC বিয়োগ দিয়ে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারি ৩ একক দ্রব্য ১৪ টাকায় বিক্রি করে ৳ ৪২ মোট আয় পেয়ে থাকে এবং তখন তার মোট ব্যয় ৳ ৩০। ৭.৩.১ চিত্রের (i) এ ৩ একক দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে TR ও TC রেখার দূরত্ব সর্বাধিক। প্রান্তিক আয়-প্রান্তিক ব্যয় পদ্ধতির মধ্যমেও মুনাফা সর্বোচ্চকারী উৎপাদন পাওয়া যায়।

প্রান্তিক আয়-প্রান্তিক ব্যয় পদ্ধতি (Marginal Revenue & Marginal cost Approach)

প্রতিযোগী বাজারের ন্যায় একচেটিয়া বাজারেও উৎপাদনের যে পর্যায়ে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয় সেখানে মুনাফা সর্বোচ্চ হয়ে থাকে। সারণি ৭.৩.১ এর ৪ ও ৬ নং কলাম-কে চিত্র ৭.৩.২ এর (ii) অংশে প্রতিস্থাপন করে দেখতে পাই, ৩ একক উৎপাদন স্তরে MC=MR এবং এই উৎপাদন স্তরে মুনাফাও সর্বোচ্চ। যদি একচেটিয়া কারবারি ৩ এককের চেয়ে কম (ধরি ২ একক) উৎপাদন করে অর্থাৎ প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়। এখানে যদি ফার্ম তার উৎপাদন বন্ধ রাখে তাহলে বোকামি হবে। কেননা, উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মুনাফাও বদ্ধি পায়। একচেটিয়া কারবারি ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন করে যতক্ষণ পর্যন্ত না MC = MR হয়। আবার, যদি প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের চেয়ে বেশি হয় (ধরি, ৪ একক উৎপাদন স্তরে) তাহলে মোট মুনাফা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস করার মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

একচেটিয়া কারবারির স্বল্পকালীন ভারসাম্য (Short Run Equilibrium of a Monopolist)

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ন্যায় একচেটিয়ার ক্ষেত্রেও মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ক্ষেত্রে দুটি শর্ত পালিত হয়।

প্রয়োজনীয় শর্ত : MC = MR

পর্যাপ্ত শর্ত ঃ MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক হতে ছেদ করে, অর্থাৎ MR রেখার ঢাল MC রেখার ঢালের চেয়ে কম।

আমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে একচেটিয়া বাজারে কি শুধু অস্বাভাবিক মুনাফা (Super normal Profit) অর্জিত হয়? নাকি স্বাভাবিক মুনাফা অথবা লোকসান দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, একচেটিয়া উৎপাদক বা ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা ও স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে থাকে। আবার, স্বল্পকালের লোকসানেরও সম্মুখীন হতে হয়। চিত্র ৬.৫ এ তিনটি অবস্থা দেখানো হলো–

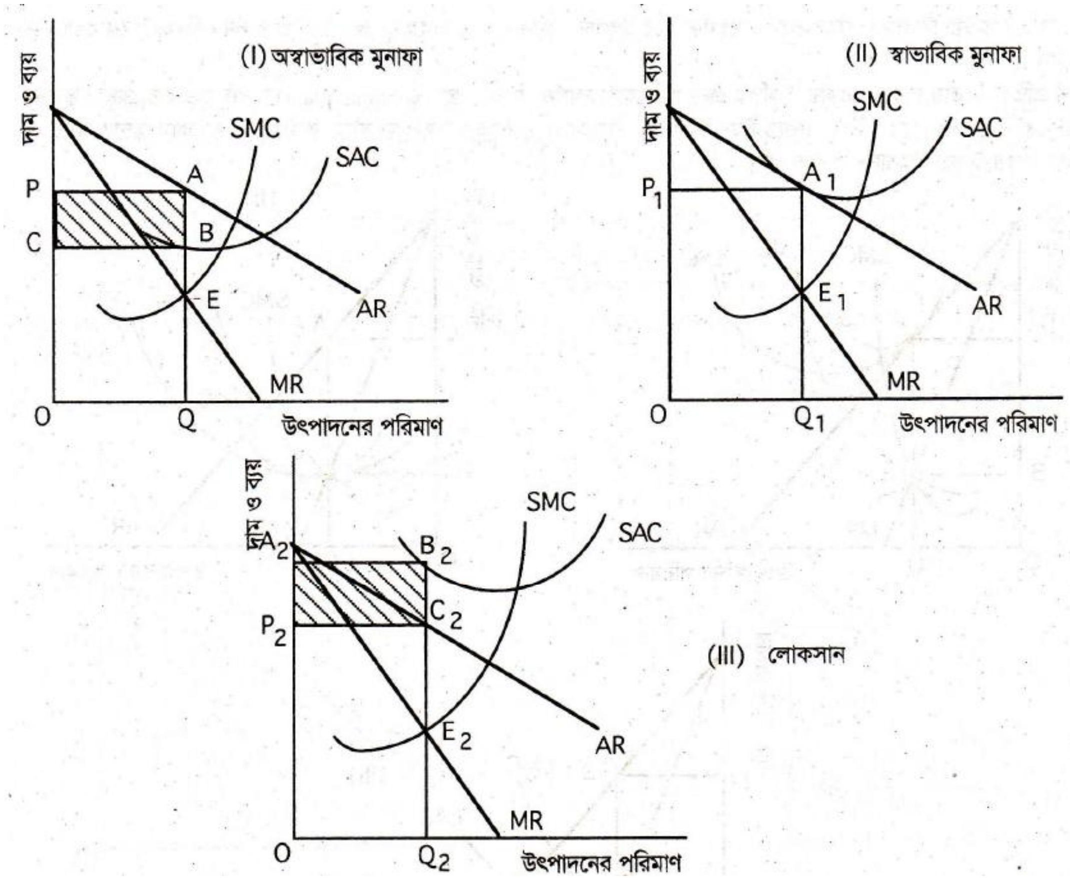

চিত্র ৭.৩.৩ : একচেটিয়া কারবারীর স্বল্পকালীন ভারসাম্য

উপরের ৭.৩.৩ চিত্র - এর (i) অংশে E হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু। কারণ এখানে MC=MR এবং MR রেখার ঢাল > MC রেখার ঢাল। E বিন্দুতে ভারসাম্য দাম OP এবং ভারসাম্য উৎপাদন OQ, OP দামে OQ পরিমাণ উৎপাদনে মোট আয় = দাম * উৎপাদনের পরিমাণ = OPAQ এবং মোট ব্যয় = গড় আয় = দাম * উৎপাদনের পরিমাণ =OCBQ = OPAQ এবং মোট ব্যয় = গড় ব্যয় * উৎপাদনের = OCBR সুতরাং একচেটিয়া ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ = মোট আয় - মোট ব্যয় = PABC, অন্যভাবেও মুনাফার পরিমাণ বের করা যায়। চিত্র ৭.৩.৩ এর (i) অংশে OQ পরিমাণ উৎপাদনে ভারসাম্য দাম =OP = AQ এবং গড় ব্যয় BQ প্রতি একক উৎপাদনে মুনাফার পরিমাণ AB (AQ-BQ)। সুতরাং মোট মুনাফার পরিমাণ ={প্রতি একক উৎপাদনে মুনাফার পরিমাণ (AB) * মোট উৎপাদনের পরিমাণ (CB=OQ} = PABC।

(ii) অংশে ভারসাম্য বিন্দু হচ্ছে E_1 (যেখানে MC = MR), E_1 বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য উৎপাদন OQ। OQ_1 পরিমাণ উৎপাদনে দাম OP_1 গড় ব্যয় A_1Q_1 এর সমান। এবং মোট আয় ও মোট ব্যয় ও পরস্পর সমান $(OP_1A_1Q_1)$। যা একচেটিয়ার স্বাভাবিক মুনাফা নির্দেশ করে।

(iii) অংশে ভারসাম্য বিন্দু E_2 তে OQ_2 পরিমাণ উৎপাদনে ভারসাম্য দাম $OP_2 = C_2Q_2$ এবং গড় ব্যয় B_2Q_2। অর্থাৎ AC>P এখান একচেটিয়া ফার্মটি লোকসানের সম্মুখীন হয়। প্রতি একক উৎপাদনে লোকসানের পরিমাণ B_2C_2 এবং মোট লোকসানের পরিমাণ $A_2B_2C_2P_2$। অন্যভাবে, মোট ব্যয় $(OA_2B_2Q_2$ − মোট আয় $(OP_2C_2Q_2)$ = লোকসান $(A_2B_2C_2P_2)$।

একচেটিয়া কারবারির দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (Long Run Equilibrium of a Monopolist)

দীর্ঘকালে একচেটিয়া উৎপাদক উৎপাদনের মাত্রার পরিবর্তন করে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে বাধাহীন প্রবেশ ও প্রস্থানের সুযোগ থাকায় ফার্মগুলো শুধু স্বাভাবিক মুনাফা পেয়ে থাকে। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্রবেশাধিকার বাধা থাকায় নতুন কোনো ফার্ম বাজারে প্রবেশ করতে পারে না। এ কারণে একচেটিয়া বাজারে দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা তো বটেই অস্বাভাবিক মুনাফা বা অর্থনৈতিক মুনাফা বিলোপের কোনো ঝুঁকি নেই। তবে দীর্ঘকালে কোন একচেটিয়া উৎপাদক লোকসানের সম্মুখীন হয়ে উৎপাদন করে না। এ অবস্থায় উৎপাদক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে আসে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় চাহিদা রেখার প্রকৃতির জন্য প্রতিযোগী ফার্মগুলো কাম্য স্তরে (Optimal plant), অর্থাৎ গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করে। কিন্তু একচেটিয়া উৎপাদক দীর্ঘকালে দ্রব্যের চাহিদা অনুসারে কাম্যাস্তরে বা কাম্য স্তরের নীচে বা কাম্য স্তরের ওপরে উৎপাদন করতে পারে।

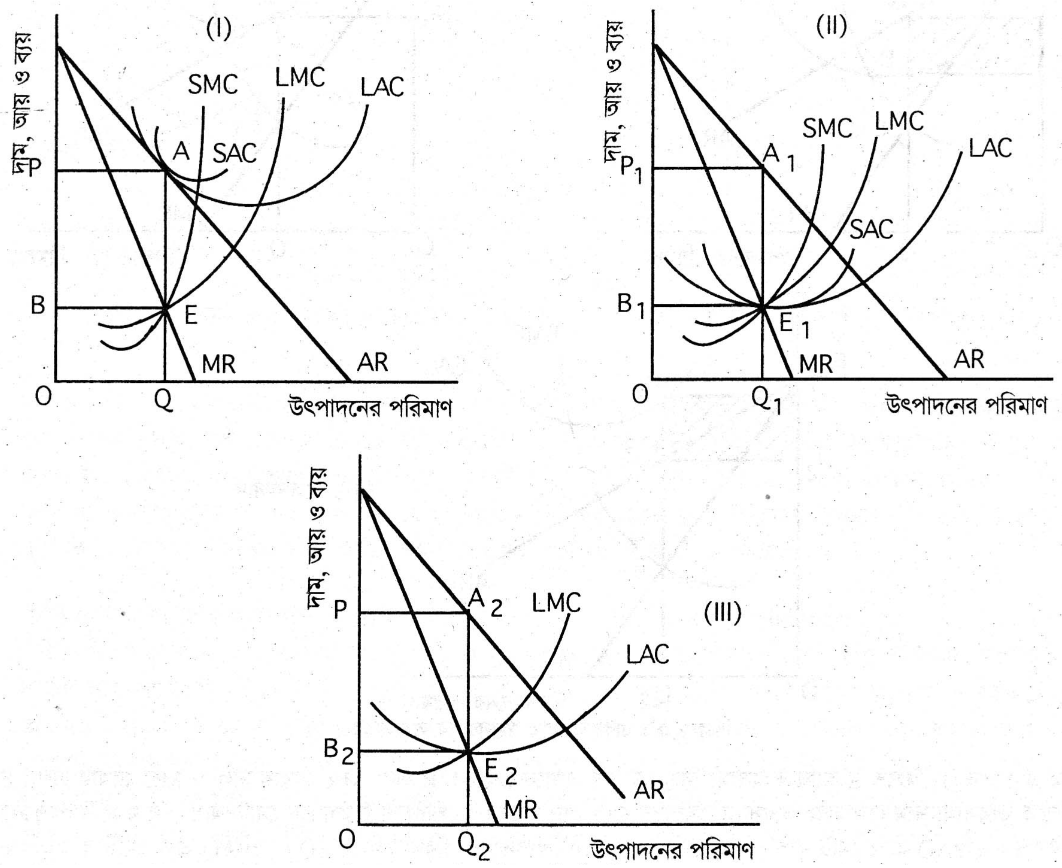

চিত্র ৭.৩.৪ : একচেটিয়া কারবারীর দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

স্বল্পকালের মতো দীর্ঘকালেও SMC = LMC = MR এবং SMC ও LMC উভয়ই MR রেখাকে নিচের দিক হতে ছেদ করে, শর্ত দুটি পূরণের মাধ্যমে মুনাফা সর্বাধিক করে থাকে।

চিত্র ৭.৩.৪-এর (i) অংশে ভারসাম্য বিন্দু E তে ভারসাম্য উৎপাদন OQ.OQ উৎপাদন স্তরে দাম ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় পরস্পর সমান। এ অবস্থায় একচেটিয়া উৎপাদকের মোট আয় ও মোট ব্যয় একই। এখানে একচেটিয়া উৎপাদক স্বাভাবিক মুনাফা পেয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, একচেটিয়া উৎপাদক কাম্য স্তরের নিচে অর্থাৎ LAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর বাম দিকে উৎপাদন করে।

(ii) অংশে E_1 হচ্ছে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ বিন্দু এবং সাথে সাথে LAC রেখায় সর্বনিম্ন বিন্দু। এখানে ফার্ম কাম্য স্তরে উৎপাদন করে থাকে। ভারসাম্য বিন্দু E_1 অনুযায়ী OQ_1 উৎপাদন স্তরে মোট আয় ($OP_1A_1Q_1$) মোট ব্যয় ($OB_1E_1Q_1$) এর চেয়ে বেশি, অর্থাৎ অস্বাভাবিক মুনাফার পরিমাণ $B_1P_1A_1E_1$.

(III) অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারসাম্য বিন্দু E_2 অনুযায়ী ভারসাম্য উৎপাদন (OQ_2) কাম্যস্তরের উপরে উৎপাদিত হচ্ছে। OQ_2 উৎপাদন স্তরে মোট আয় OPA_2Q_2, মোট ব্যয় $OC_2B_2Q_2$ এবং মুনাফা $= PA_2B_2C_2$.

এই তিনটি অবস্থা থেকে বলা যায়, একচেটিয়া কারবারী দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের জন্য উৎপাদনের কাম্য স্তর ব্যবহার করতে পারে আবার নাও করতে পারে। দীর্ঘকালে একচেটিয়া উৎপাদক স্বাভাবিক মুনাফা অথবা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু লোকসানের সম্মুখীন হয় না।

সারসংক্ষেপ

- প্রতিযোগী ফার্মের ন্যায় একচেটিয়া কারবারির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ;
- একচেটিয়া উৎপাদক বা বিক্রেতা দাম নির্ধারক হিসেবে আচরণ করে;
- দীর্ঘকালে কোন একচেটিয়া উৎপাদক লোকসানের সম্মুখীন হয়ে উৎপাদন করে না।

ইউনিট মূল্যায়ন-৭

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফার্ম কাকে বলে?
২. শিল্পের সংজ্ঞা দিন।
৩. ফার্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? লিখুন।
৪. শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
৫. স্বল্পকালীন সিদ্ধান্ত কাকে বলে?
৬. দীর্ঘকালীন সিদ্ধান্ত কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফার্ম ও শিল্পের পার্থক্য করুন।
২. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোনো ফার্ম কীভাবে স্বল্পকালীন ভারসাম্যে পৌঁছে তা রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।
৩. একচেটিয়া কারবারির স্বল্পকালীন ভারসাম্য ব্যাখ্যা করুন।
৪. একচেটিয়া কারবারির দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ব্যাখ্যা করুন।